সাধারণকাল

পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী রবিবার

পরমারাধ্য ঐশত্রিত্ব

মহাপর্ব

সমাপন প্রার্থনা

হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যবাণী খ্রীষ্টকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এ জগতে প্রেরণ ক'রে মানুষের কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। আশীর্বাদ কর: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ঐশত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় ঐক্যকে আরাধনা করি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত পর্বটির ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৩৬০।

বাণী পাঠ **রো ১১:৩৩-৩৬**

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক

প্র এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

উ এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

প্র সেই একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক সম্মান ও গৌরব।

উ এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: হে পরমেশ্বর, * তোমাকে ধন্যবাদ!
হে সত্যময় অনন্য ত্রিত্ব, তোমাকে ধন্যবাদ!
তুমি অনন্য পরম ঈশ্বরত্ব!
তুমি অনন্য পবিত্রতম ঐক্য!

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি ত্রিত্বে এক এবং ঐক্যে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর,
এসো, তাঁর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

জাগরণী

স্তোত্র

১। ওগো পরম কৃপার ঈশ্বর,
—কী অপূর্ব সত্য—
স্বরূপে তুমি একেশ্বর,
আবার উজ্জ্বল ত্রিত্ব।

২। তব পূজায় রত মোরা :
মোদের দিও শক্তি,
পুণ্য কর মোদের অন্তর,
গ্রহণ কর ভক্তি।

৩। পিতা, পুত্র, পরমাত্মা,
অনন্য মহেশ্বর ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য পরম ত্রিত্ব!

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * আমরা তোমাকে ডাকি,
তোমার প্রশংসা করি, পূজা করি। সাম ৮

২য় ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * তুমি আমাদের আশা,
তুমি আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের গৌরব। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * আমাদের মুক্তিদান কর,
আমাদের পরিত্রাণ কর, সঞ্জীবিত কর। সাম ২৪

℣ এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা।
℟ এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা করি চিরকাল।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পিতাই প্রেম, * পুত্রই কৃপা, আত্মাই মিলন-বন্ধন :
ধন্য পরম ত্রিত্ব! সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : পিতা সত্যময়, * পুত্রই সত্য, আত্মাও সত্য :
ধন্য পরম ত্রিত্ব! সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা * স্বরূপে একেশ্বর :
ধন্য পরম ত্রিত্ব! সাম ৯৯

℣ হে পরম ত্রিত্ব, তোমারই মহিমা, তোমারই রাজ-অধিকার।
℟ তোমারই গৌরব ও পরাক্রম চিরকাল ধরে।

৩য় পর্ব

নিম্নলিখিত অংশ ব্যতীত, সাধারণকালের রবিবারে জাগরণীর ৩য় পর্বের ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৪১৮।

ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাগান
আমাদের ওষ্ঠে ধ্বনিত হোক চিরকাল।

℣ প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল ;
℟ তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।

সুসমাচার ঘোষণা : **ক।** যোহন ১৬:১২-১৫; **খ।** যোহন ৩:১৬-১৮; **গ।** মথি ২৮:১৬-২০।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। তুমি, হে ত্রিব্যক্তির ঐক্য,
তুমি যে জগতের গতি,
শোন মোদের ওষ্ঠের স্তুতি,
ভক্তিভরে গেয়ে উঠি।

২। জ্বলছে সেই প্রভাতের তারা,
সূর্যের যে অগ্রদূত তারা!
রাত্রির তমস বিতাড়িত,
দিব্য জ্যোতি বিকশিত।

৩। পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে।

১ম ধুয়ো : পরম ত্রিত্ব একেশ্বর, * তোমার জয় হোক!
তুমি যে অনাদিকালীন,
তুমি যে বর্তমানকালের গৌরব,
তুমি যে অনন্তকাল বিরাজ করবে।
২য় ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাবাদ ও স্তুতিগান
ধ্বনিত হোক চিরকাল।
৩য় ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সম স্তুতিবাদ
ফুটে উঠুক সকল প্রাণীর ওষ্ঠে।
৪র্থ ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাগান
আমাদের ওষ্ঠে ধ্বনিত হোক চিরকাল।
৫ম ধুয়ো : যাঁর কাছ থেকে, * যাঁর দ্বারা এবং যাঁর উদ্দেশে সবকিছু হয়েছে,
সেই ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকাল।

বাণী পাঠ — ১ করি ১২:৪-৬

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকাজ আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

শ্লোক

প্র তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।
উ তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।
প্র তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাদ নিবেদিত হোক চিরকাল ধরে,
উ হে পরম ত্রিত্ব।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে সর্বস্রষ্টা * সর্বনিয়ন্তা পরম ঐশ ত্রিত্ব,
তুমি ধন্য এখন ও চিরকাল।

মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বমঙ্গলের উৎস, আসুন, সেই পরম ত্রিত্বের প্রশংসাবাদ করে বলি :

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

-হে পরম পিতা, কী করে প্রার্থনা করতে হয়, আমরা তো তা জানি না। তাই, পিতা, আত্মাকে প্রেরণ কর, তিনি যেন আমাদের দুর্বলতার সহায় হয়ে থেকে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

-হে ঈশ্বরপুত্র, তোমার প্রার্থনা শুনে পিতা মণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই পরমাত্মা আমাদের সঙ্গে নিত্যই থাকুন, সত্যে আমাদের সুস্থির করে রাখুন।

-হে সান্ত্বনাদানকারী আত্মা, আমাদের অন্তরে এসে তোমার দানগুলির ঐশ্বর্যে আমাদের পরিপূর্ণ কর। আমাদের দয়ালু, আনন্দপূর্ণ, শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু করে তোল। আমাদের হৃদয়ে সততা, ধৈর্য, কৃপা, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচারিতা ও শুচিতা সঞ্চার কর।

-হে সনাতন পিতা, তুমি আমাদের অন্তরে প্রেরণ করেছ তোমার পুত্রের সেই আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা! তাঁর প্রেরণায় আমরা যেন অনুভব করতে পারি যে সত্যিই আমরা তোমার সন্তান; তাঁর সহায়তায় আমরা যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে স্বর্গের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

-হে খ্রীষ্ট প্রভু, তুমি পিতা থেকে আগত সেই আত্মাকে প্রেরণ করেছ, তিনি যেন জগতের সামনে তোমার সাক্ষ্য বহন করেন। তাঁর প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন তোমার বাণীর নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তোমার উদ্দেশে, * হে পরম ত্রিত্ব,
আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা, আমাদের প্রশংসা নিবেদিত হোক।

বাণী পাঠ **২ করি ১:২১-২২**

স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রীষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

প্র প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে;
উ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার কর প্রশংসাগান।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো: ওগো পরম ত্রিত্ব,
তুমি আমাদের আশা, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের সম্মান।

বাণী পাঠ **গা ৪:৪,৫-৬**

ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'

প্র হে পরম ত্রিত্ব, তুমি মহিমময়, তুমি ধন্য।
উ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক চিরকাল।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তোমার অস্তিত্ব অপরিবর্তনশীল, * যুগযুগ ধরে তুমি অভিন্ন হয়ে থাক;
আমাদের এ স্বীকৃতি গ্রহণ কর, পরমেশ্বর।

বাণী পাঠ **প্রত্যা ৭:১২**

আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

℣ ধন্য তুমি, প্রভু, আকাশমণ্ডলের গগনতলে।
℟ স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। অগ্নিময় গেল সূর্য,
পরম জ্যোতি, মহান ঐক্য,
তব আলো, ওগো ত্রিত্ব,
মোদের বক্ষস্থলে দিও।

২। উষালগ্নে তোমায় ডাকি,
সন্ধ্যাকালে এ মিনতি :
স্বর্গনিবাসীদের সঙ্গে
করি যেন তব স্তুতি।

৩। স্রষ্টা পিতা, ত্রাতা পুত্র,
ঐশশক্তি পরমাত্মা,
সর্বযুগে, সর্বস্থানে
তুমি, ত্রিত্ব, প্রশংসিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তুমি * সর্বশক্তিমান ঈশ্বর :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হে পরম ত্রিত্ব, * আমরা স্বীকার করি,
স্বরূপে তুমি একেশ্বর। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পরম ত্রিত্ব একেশ্বরের উদ্দেশে
মহিমা ও সম্মান নিবেদিত হোক চিরকাল ধরে। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, * প্রভু সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর,
যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসবেন। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যাঁর কাছ থেকে, * যাঁর দ্বারা এবং যাঁর উদ্দেশে সবকিছু হয়েছে,
সেই ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকাল। গীতিকা—১ম সন্ধ্যাঃ এফে
২য় সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ১৯

বাণী পাঠ **এফে ৪:৩-৬**

তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।

শ্লোক

℣ এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।
℟ এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।
℣ সেই একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক সম্মান ও গৌরব।
℟ এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: হে অসঞ্জাত পিতা পরমেশ্বর, * হে অদ্বিতীয় পুত্র, হে সহায়ক পবিত্র আত্মা,
হে পুণ্যময় ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর,
আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও মুক্তকণ্ঠে তোমাকে স্বীকার করি, প্রশংসা করি,
তুমি ধন্য; তোমার গৌরব হোক চিরকাল।

মিনতি নিবেদন

হে পিতা, তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি তোমার পুত্র যীশুখ্রীষ্টের মানবস্বরূপ গৌরবমন্ডিত করেছিলে তিনি যেন আমাদের জীবন ও পরিত্রাণের উৎস হয়ে ওঠেন। সেই ঐশজীবনে পরিপূর্ণ হয়ে, আসুন, আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করি:

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক!

-হে সর্বশক্তিমান সনাতন পিতা, তোমার পুত্রের নামে পবিত্র আত্মাকে মন্ডলীতে প্রেরণ কর, তিনি যেন সত্য ও প্রেমের মিলন-বন্ধনে তাকে রক্ষা করেন।

-তোমার শস্যখেতে আরও কর্মী প্রেরণ কর যাঁরা মানবকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষিত করেন এবং ত্রিত্ব-বিশ্বাসে তাদের সুস্থির করে রাখেন।

-হে পিতা, যারা তোমার পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী বলে নির্যাতিত, তুমি তাদের সহায়তা কর। প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর, তাদের মুখ দিয়ে তিনিই যেন সাক্ষ্যদান করেন।

-হে পিতা, তোমার কৃপায় সকল মানুষ যেন তোমাকে, তোমার ঐশবাণী ও তোমার পবিত্র আত্মাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে জানতে পারে। সকলে তোমাতে বিশ্বাস ও আশা রেখে যেন তোমাকে ভালবাসতেও পারে।

-হে জীবনেশ্বর পিতা, যাঁরা পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার সেই গৌরবধামে গ্রহণ কর, যেখানে পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে চিরকালের মত রাজত্ব করেন।

পরমারাধ্য ঐশত্রিত্ব মহাপর্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার বা রবিবার

খ্রীষ্টের দেহরক্ত

মহাপর্ব

সমাপন প্রার্থনা

হে খ্রীষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছ। অনুনয় করি তোমায়: তোমার দেহরক্তের এ পরমারাধ্য সাক্রামেন্তের প্রতি এমন শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর অনুভব করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত পর্বটির ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৩৬৯।

বাণী পাঠ **১ করি ১০:১৬-১৭**

সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রীষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

শ্লোক

℣ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, প্রভু, * তোমার আত্মা কতই না মনোরম!
তোমার সন্তানদের কাছে যাতে তোমার মাধুর্য প্রকাশিত হয়,
সেই আত্মা স্বর্গ থেকে সুস্বাদু রুটি দিয়ে ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করলেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিলেন শূন্য হাতে।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রীষ্ট প্রভুই জীবনের রুটি;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

জাগরণী

স্তোত্র

১। এসো, স্ফূর্তির সঙ্গে করি
পর্ব উদ্‌যাপন,
অন্তর, কণ্ঠ, কর্মসকল
নবীন, পুণ্য হোক।

২। ভক্তির সঙ্গে করি স্মরণ
খ্রীষ্টের পাস্কাভোগ :
তিনি নিজেকে দান করলেন
শিষ্যদের হাতে।

৩। নব পাস্কার বলিরূপে
খ্রীষ্টই মেষশাবক :
তাঁরই দেহ খাদ্যরূপে
সবার জন্য হে।

৪। শিষ্যদেরই উদ্দেশ ক'রে
তিনি বললেন হে :
পানীয়রূপে আমার রক্ত
তোমরা কর পান।

৫। তেমন পুণ্য যজ্ঞ তিনি
করলেন প্রবর্তন,
মানুষ যেন দিব্য খাদ্য
করে আস্বাদন।

৬। আহা! স্বর্গীয় সেই রুটি
মানুষের অন্ন।
আহা! প্রভু নিজেই হলেন
দাসের আহার্য।

৭। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার,
এসো, করি স্তব;
সর্বপ্রাণী গেয়ে চলুক :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : গম * ও আঙুররসের প্রসাদে সঞ্জীবিত হয়ে
ভক্তবৃন্দ খ্রীষ্টের শান্তিতে করে বিশ্রাম। সাম ৪

২য় ধুয়ো : নিমন্ত্রিতদের বল, * আমার ভোজসভার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে;
তবে এসো, বিবাহোৎসবে যোগ দাও। আল্লেলুইয়া। সাম ২৩

৩য় ধুয়ো : যে কেউ তৃষ্ণার্ত, * সে আমার কাছে এসে পান করুক;
জীবনময় জল তার বুক থেকে শত ধারায় প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৪২

℣ যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ। আল্লেলুইয়া।
℟ আমরা সকলেই সেই একরুটি ও এক পানপাত্রের অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি যাব * পরমেশ্বরের বেদির কাছে,
গ্রহণ করব সেই খ্রীষ্টকে যিনি আমার যৌবন নবায়ন করেন। সাম ৪৩

২য় ধুয়ো : তোমার * বেদি থেকে, প্রভু,
আমরা সেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি,
যাঁকে নিয়ে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে
আমাদের হৃদয়, আমাদের দেহ। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : প্রভু * দান করলেন মঙ্গল,
আর আমাদের ভূমি দান করল তার আপন ফসল। সাম ৮৫

℣ যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে আসুক, আল্লেলুইয়া।
℟ সে অনন্ত জীবনজলের উৎস থেকে পান করুক। আল্লেলুইয়া।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমার মাংস * প্রকৃত খাদ্য,
আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।
যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে,
সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

ঐশপ্রজ্ঞার ভোজসভা **গীতিকা প্রবচন ৯:১-৬,১০-১২**

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল ;
পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল মেজ।

নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল :
'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে, 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।

নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'
প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।

আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।

পরিত্রাণের আনন্দ **গীতিকা যেরে ৩১:১০-১৪**

জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন,
সুদূর উপকূলে তা প্রচার কর ; বল :

‘যিনি ইস্রায়েলকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
তিনি তাকে সংগ্রহ করেন,’

তিনি তাকে রক্ষা করেন,
মেষপালক নিজের পাল রক্ষা করে যেমন।
কারণ প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন,
তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন।

তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল, মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

তখন যুবতী নেচে নেচে আনন্দ করবে,
যুবা-বৃদ্ধও মিলে আনন্দ করবে;
আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব,
তাদের সান্ত্বনা দেব; দুঃখের পর তাদের আনন্দিত করব।

যাজকদের প্রাণ ভরিয়ে তুলব পরমদানে,
আমার জনগণ পরিতৃপ্ত হবে আমার মঙ্গলদানে।

ঈশ্বরের জনগণের খাদ্য **গীতিকা প্রজ্ঞা ১৬:২০-২১,২৬;১৭:১ক**

স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, †
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি,
বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে,
মেটাতে পারে যত রুচি।

তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত
তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।

যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু,
তোমার সেই সন্তানেরা একথা যেন বুঝতে পারত যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।

তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়।
ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।

ধুয়ো: আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য,
আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।
যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে,
সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

℣ আমাদের পাস্কাবলি সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
℟ সুতরাং এসো, আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা
এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র : তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা : ক। লুক ৯:১১খ-১৭; **খ।** যোহন ৬:৫১-৫৮; **গ।** মার্ক ১৪:১১-১৬,২২-২৬।
স্তোত্র : প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। আহা, কি মহারহস্য!
একদিন স্বর্গের আবাস ছেড়ে
পিতার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে
বাণী এলেন মোদের ঘরে।

২। শত্রুর হাতে ধরা দিয়ে
মৃত্যুবরণ করার পূর্বে
তিনি শিষ্যদেরই হাতে
ধরা দিলেন পাস্কা-রাতে।

৩। নিজের মাংস ও রক্ত তিনি
তাঁদের হাতে সঁপে দিলেন,
মানুষ যেন খেতে পারে
দিব্য খাদ্য যুগযুগ ধরে।

৪। জন্মলগ্নে তিনি ভ্রাতা,
জীবনকালে দীনবন্ধু,
মৃত্যুক্ষণে মুক্তিমূল্য,
স্বর্গে পুরস্কার অতুল্য।

৫। ওগো পরিত্রাণের বলি,
স্বর্গের দ্বার তুমি তো খোল;
দেখ, শত্রু মোদের ঘেরে,
কর রক্ষা শ্রীমুখ ফিরে।

৬। স্বর্গে চিরকালীন জীবন
যিনি মোদের প্রদান করবেন,
সেই একেশ্বর হোন পূজিত,
পরম ত্রিত্ব হোন বন্দিত।

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে। (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম ধুয়ো : প্রজ্ঞা * নিজের গৃহ নির্মাণ করল;
আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল মেজ। আল্লেলুইয়া।

২য় ধুয়ো : স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই * তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা;
তাদের অর্পণ করেছ স্বর্গের রুটি। আল্লেলুইয়া।

৩য় ধুয়ো : খ্রীষ্টের রুটি * উত্তম রুটি;
রাজাদের খাদ্যের চেয়েও সেই রুটি সুস্বাদু। আল্লেলুইয়া।

৪র্থ ধুয়ো : পবিত্র যাজকবৃন্দ
ঈশ্বরকে ধূপধুনো ও রুটি নিবেদন করেন। আল্লেলুইয়া।

৫ম ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া।

বাণী পাঠ **মালাখি ১:১১**

সুদূর পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্তই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

শ্লোক

℣ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ সেই আঙুররসও, যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমিই সেই জীবনময় রুটি, * যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ;
যে কেউ এ রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যিনি নিজেই জীবনের রুটি, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই যীশুখ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

হে প্রভু, যারা তোমার রাজ্যের ভোজে আসন পায়, তারা ধন্য।

-হে নব ও শাশ্বত সন্ধির মহাযাজক, তুমি ক্রুশবেদির উপরে পিতার কাছে একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞবলি উৎসর্গ করেছিলে। তোমারই সঙ্গে এক হয়ে তা উৎসর্গ করতে আমাদের যোগ্য করে তোল।

-হে ন্যায় ও শান্তির রাজা, রুটি ও আঙুররসের আকারে তুমি তোমার ক্রুশীয় বলিদানের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের দান করেছ। কৃপা কর, যেন তোমার সঙ্গে আমরাও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় নৈবেদ্য হতে পারি।

-হে খ্রীষ্ট, তুমি চেয়েছ, তোমার পবিত্রতম আত্মবলিদান পৃথিবীর সর্বস্থানেই উদ্‌যাপিত হবে। আশীর্বাদ কর, যারা একই রুটি গ্রহণ করে, তারা যেন এক দেহে সম্মিলিত হতে পারে।

-হে প্রভু, তুমি তো তোমার ভক্তমণ্ডলীকে তোমার দেহরক্তের সাক্রামেন্ত-দানেই পরিপুষ্ট কর। এ পাথেয় দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা যেন তোমার পবিত্র পর্বতে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

-হে খ্রীষ্ট, তুমি আমাদের ভোজসভার অদৃশ্য অতিথি, তুমি তো আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিতে থাক। আমাদের কাছে এসো ; ভোজে আমাদের সঙ্গে বস, আমরাও তোমার সঙ্গে বসব।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই * তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা ;
তাদের অর্পণ করেছ স্বর্গের রুটি। আল্লেলুইয়া।

বাণী পাঠ **প্রজ্ঞা ১৬:২০**

স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি, যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

℣ আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে,
℟ গ্রহণ করব সেই খ্রীষ্টকে যিনি আমার যৌবন নবায়ন করেন।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো : খ্রীষ্টের রুটি * উত্তম রুটি ;
রাজাদের খাদ্যের চেয়েও সেই রুটি সুস্বাদু। আল্লেলুইয়া।

বাণী পাঠ **প্রবচন ৯:১-২**

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল ; পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল মেজ।

℣ তুমি স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, আল্লেলুইয়া ;
℟ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে। আল্লেলুইয়া।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া।

বাণী পাঠ **শিষ্য ২:৪২,৪৭**

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার

সঙ্গে যোগ দিত। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র।

℣ আমাদের সঙ্গেই থেকো না, প্রভু, আল্লেলুইয়া,

℟ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। মুখ আমার সেই পুণ্য দেহের
কর তুমি স্তব, সঙ্কীর্তন;
মূল্যবান রক্তকে তুমি
কর নমস্কার।

২। সুকুমারীর পুণ্য ক্রোড়ে
তিনি একদিন জন্ম নিলেন;
মানুষ হয়ে জীবন যাপন
তিনি করলেন হে।

৩। সান্ধ্যভোজে পাস্কা রাতে
তিনি নিজ প্রেম করলেন প্রকাশ:
মোদের হাতে খাদ্যরূপে
করলেন আত্মদান।

৪। মাংসধারী বাণীবলে
তখন রুটি হল মাংস;
খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত
হল আঙুররস।

৫। তেমন এক সাক্রামেন্ত, এসো,
মাথা নত ক'রে পূজি;
প্রাক্তন সন্ধি এবার সিদ্ধ:
ঈশ্বর উপস্থিত।

৬। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার,
এসো, করি গুণকীর্তন;
সর্বপ্রাণী গেয়ে উঠুক:
ধন্য ত্রিত্ব হে! (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম ধুয়ো: মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে
চিরকালীন যাজক খ্রীষ্ট প্রভু রুটি ও আঙুররস অর্পণ করলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: যারা * তাঁকে ভয় করে,
দয়াল প্রভু নিজ আশ্চর্য কর্মকীর্তির স্মৃতিচিহ্ন রূপে
তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো: যিনি * মণ্ডলীর চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেই প্রভু সেরা গমের ফসলে আমাদের পরিতৃপ্ত করেন। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো: যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া। গীতিকা—১ম সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ১১
২য় সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ১৯

বাণী পাঠ **১ করি ১১:২৩-২৫**

আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনিভাবে ভোজ শেষে তিনি এই বলে পানপাত্রটিও গ্রহণ করে নিলেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।'

শ্লোক

℣ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আহা, পবিত্র এই ভোজ! * যে ভোজে আমরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি,
তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি পালন করি,
ঐশকৃপায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের অন্তর,
লাভ করি ভাবী গৌরবের অগ্রিম দান। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যিনি পাস্কা-ভোজে বিশ্বপরিত্রাণের জন্য আপন দেহরক্ত দান করেছেন, আসুন, আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

হে স্বর্গীয় রুটি খ্রীষ্ট, অনন্ত জীবন দান কর।

-হে জীবনেশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট প্রভু, তুমি আদেশ দিয়েছ, তোমার স্মরণার্থে আমরা সেই ধন্যবাদসূচক ভোজ উদ্‌যাপন করব। এ রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান পালন ক'রে তোমার মণ্ডলী যেন পবিত্রতায় ধনবান হয়ে ওঠে।

-হে অনন্য শাশ্বতকালীন মহাযাজক খ্রীষ্ট, তোমার সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদনের ভার তুমি পুরোহিতদের উপর ন্যস্ত করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁরা যেন আনন্দের সঙ্গে আত্মনিবেদন ক'রে সেই মহাকাজ করে যেতে পারেন।

-হে স্বর্গীয় মান্না খ্রীষ্ট, যারা একরুটির অংশভাগী হয়, তুমি তো তাদের একত্রিত করে তোল। তোমার সকল বিশ্বাসীকে শান্তি ও একাত্মতা দান কর।

-হে স্বর্গীয় চিকিৎসক প্রভু, যারা তোমার দেহরক্ত গ্রহণ করে, তুমি তো তাদের শাশ্বত ঔষধ ও পুনরুত্থানের অঙ্গীকার দান কর। অসুস্থদের সুস্থ করে তোল, পাপীদের দান কর জীবনের আশা।

-হে ভাবী আগমনকারী খ্রীষ্টরাজ, তোমার অনুগ্রহেই আমরা তোমার পুনরাগমন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মারক সাক্রামেন্ত উদ্‌যাপন করি। যাঁরা পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার পুনরুত্থানের সহভাগী করে তোল।

পঞ্চাশত্তমী রবিবারের পরবর্তী দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার

যীশুহৃদয়

মহাপর্ব

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে ও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান সকল স্মরণ ক'রে আমরা যেন দিব্য দানগুলির সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত পর্বটির ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৩৭৭।

বাণী পাঠ **এফে ৫:২৫খ-২৭**

খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী।

শ্লোক

প্র খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।
উ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।
প্র আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক,
উ তাঁর নিজের রক্তে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পৃথিবীতে * আমি আগুন নিয়ে এসেছি ;
আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত !

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আমাদের প্রেমের জন্য যাঁর হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে,
এসো, সেই খ্রীষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

জাগরণী

স্তোত্র

১। হে হৃদয়, তুমি ঐশ
বিধানের অমূল্য সিন্দুক :
দণ্ডের কিন্তু বিধান নয়,
প্রেম ও ক্ষমারই।

২। হে হৃদয়, তুমি নব
সন্ধির পুণ্য দিব্য মন্দির :
এমন মন্দির যেথায় পরদা
ছিন্ন চিরকাল।

৩। বর্শার নির্মম আঘাতে
সেদিন হৃদি হল বিদ্ধ,
আহা, ঐশপ্রেমের চিহ্ন,
তোমায় নমস্কার !

৪। প্রেমের চিহ্ন হৃদি দে'খে
মোরা দেখি যীশুর অর্ঘ্য :
ক্রুশের কিবা বেদির উপর
তিনিই এক যাজক।

৫। তেমন প্রেমনাথের সামনে
কেবা হৃদি রাখবে রুদ্ধ ?
সেই হৃদয় দিব্য আবাস,
সবার আকাঙ্ক্ষা।

৬। ওগো যীশু, তব হৃদে
কত দয়াই না সঞ্চিত ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য চিরকাল। (ফিলিপ ব্রুনি † ১৭৭১)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : তাঁর হৃদয়ের ভাবনা * যুগযুগস্থায়ী। সাম ৩৩
২য় ধুয়ো : আস্বাদন কর,
দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়। সাম ৩৪
৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল ;
যারা তোমায় ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান। সাম ৮৬

প্র সর্বদেশের মানুষের মাঝে আমি গাইব তোমার স্তবগান ;
উ আকাশ-ছোঁয়াই যে তোমার কৃপা।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমাতেই * জীবনের উৎস ;
তোমার অমৃতধারায় মোদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তুমি। সাম ৩৬

২য় ধুয়ো : আমার অন্তর * ছিল মূর্ছিত-প্রায় ;
তুমি কিন্তু উঁচু শৈলে আমায় নিয়ে গেছ। সাম ৬১

৩য় ধুয়ো : পৃথিবীর * সকল প্রান্ত দেখেছে
আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। সাম ৯৮

℣ যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আসুক ;
℟ যে কেউ চায়, সে জীবনের জল বিনামূল্যেই গ্রহণ করুক।

৩য় পর্ব

ধুয়ো : সত্যি, * ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ ; আমি ভরসা রাখব,
কারণ তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

সঙ্কটকালে আশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা **গীতিকা ইসা ১২:১-৬**

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
'প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।'

বিনম্র মানুষ ঈশ্বরেই আনন্দিত **গীতিকা ১ সামু ২:১-৫**

আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,
আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত ;
আমার মুখ বড়াই করে আমার শত্রুদের উপর,
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই ;
আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।
এত গর্বের সঙ্গে তোমরা বেশি কথা বলো না,
তোমাদের মুখ থেকে উদ্ধত কথা বের হয় না যেন।

কারণ প্রভু তো সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
সকল কর্ম ওজন করা তাঁরই কাজ।

ভেঙে গেল শক্তিশালীদের ধনুক,
কিন্তু যারা হোঁচট খাচ্ছিল, তারা এখন প্রতাপে পরিবৃত।

যারা পরিতৃপ্ত, তারা নিজেদেরই মজুরি খাটায় একটা রুটির জন্য,
কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত, তারা শ্রম করতে আর বাধ্য নয়।
যেই ছিল বন্ধ্যা, সে সাত সন্তানের জননী হল,
কিন্তু যার ছিল বহু সন্তান, সে ম্লান হয়ে গেল।

প্রভুই দীনজনের আশ্রয় **গীতিকা ১ সামু ২:৬-১০**

প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,
পাতালে নামিয়ে আনেন, উত্থিত করেন,
প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান,
অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন।

তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন
তাদের আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
গৌরবময় সিংহাসনেরই তাদের করেন উত্তরাধিকারী।

কারণ প্রভুরই তো পৃথিবীর স্তম্ভগুলি,
সেগুলির উপর তিনি জগৎ স্থাপন করলেন।
তিনি ভক্তদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখেন, †
কিন্তু দুর্জনেরা অন্ধকারেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
নিজের বলেই যে মানুষ জয়ী হয়, তা তো নয়।

প্রভু! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভগ্নচূর্ণ হবেই;
স্বর্গ থেকে পরাৎপর বজ্রনাদ করবেন।
প্রভু মর্তের প্রান্তসীমা বিচার করবেন; †
আপন রাজাকে শক্তি দেবেন,
তাঁর মসীহের প্রতাপ উত্তোলন করবেন।

ধুয়ো: সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ; আমি ভরসা রাখব,
কারণ তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

প্র চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
উ আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।

স্তোত্র: তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা: ক। যোহন ১৯:৩১-৩৭; **খ**। লুক ১৫:৩-৭; **গ**। মথি ১১:২৫-৩০।
স্তোত্র: প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। হৃদির কত মধুর লাগে
যীশুর কথা স্মরণ;
তিনি মোদের কাছে আছেন,
নেব তাঁরই শরণ।

২। 'যীশু' নাম উচ্চারণ ক'রেই

৩। যীশু, তুমি সত্যের উৎস,
মনের উজ্জ্বল জ্যোতি;
তুমি অন্তরের মাধুর্য:
করব তব স্তুতি।

৪। তুমি যখন মোদের হৃদে

প্রাণ উল্লসিত,
মন উৎফুল্ল, ওষ্ঠ মুখর,
অন্তর আনন্দিত।

৫। ওগো দয়াল প্রিয় যীশু,
মোদের জীবনস্বামী ;
দেখি যেন তব গৌরব,
মোদের অন্তর্যামী।

গ্রহণ কর আসন,
তখন অন্তর জ্বলে প্রেমে,
তুমিই প্রাণের ভূষণ।

৬। পিতা ও পবিত্রাত্মার জ্যোতি
প্রকাশ কর, যীশু ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য যীশু। (১২শ শতাব্দী)

সামসঙ্গীতমালার সংখ্যা রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

১ম ধুয়ো : একজন সৈন্য * যীশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

২য় ধুয়ো : যীশু দাঁড়িয়ে * উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন :
যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে এসে পান করুক।

৩য় ধুয়ো : ঈশ্বর * সনাতন প্রেমেই আমাদের ভালবেসেছেন,
মাটি থেকে উত্তোলিত হয়ে যীশু নিজের বুকে আমাদের টেনে নিলেন।

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

৫ম ধুয়ো : সন্তান আমার, * তোমার হৃদয় আমাকে অর্পণ কর।

বাণী পাঠ **যেরে ৩১:৩৩**

এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি: আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

শ্লোক

℟ আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
℣ আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
℟ আমি যে কোমলপ্রাণ ও নম্রহৃদয়।
℣ আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
℟ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℣ আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। ঈশ্বর ভালবাসা। * ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

খ। তখন * পূর্ণ হল শাস্ত্রের এই বাণী :
তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে, তাঁর দিকেই তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

গ। আপন করুণায় * পরমেশ্বর আমাদের দেখতে এলেন,
আপন জনগণের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যিনি কোমলপ্রাণ ও নম্রহৃদয়, আসুন, সেই প্রভু যীশুর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

হে প্রভু, দেখাও তোমার দয়া।

-হে যীশু, তোমার মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বিরাজিত। আমরা যেন তোমার অনন্ত জীবনের সহভাগী হতে পারি।

-তোমার মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য সঞ্চিত। তোমার ভক্তমন্ডলীতে পরম পিতার প্রজ্ঞা প্রকাশ কর।

-পরম পিতা তোমাতে প্রীত। আমরা যেন অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমার সকল বাণী পালন করি।

-আমরা তোমার পরিপূর্ণতার অংশী হয়ে উঠেছি। পরম পিতার অনুগ্রহ ও সত্য আমাদের উপরে মুক্তহস্তে বর্ষণ কর।

-তুমি জীবন ও পবিত্রতার উৎস। ঐশপ্রেমে আমাদের নবীকৃত ও পবিত্র করে তোল।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: ঈশ্বর ভালবাসা। * ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

বাণী পাঠ **যেরে ৩১:২-৪ক**

প্রভু একথা বলছেন: 'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে; ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।' চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি। আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।

℣ তোমরা আনন্দের সঙ্গে
℟ জল তুলে আন পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো: তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

বাণী পাঠ **যেরে ৩২:৪০**

আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব।

℣ আমি সহানুভূতি আশা করেছি, পাইনি কিছু;
℟ কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম, পাইনি কাউকে।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: একজন সৈন্য * যীশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

বাণী পাঠ **রো ৫:৮-৯**

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।

℣ তিনি আমাদেরই অন্যায়ের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন;
℟ আমরা তাঁরই ক্ষতগুণে সুস্থ হয়ে উঠি।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। ওগো বিশ্বের পুণ্য স্রষ্টা,
ওগো ঈশ্বরজাত ঈশ্বর,
ওগো পিতার জ্যোতির্দাতা,

৪। তব প্রেম যে কৃপার সিন্দুক,
তব প্রেম যে দয়ার ভাণ্ডার;
তোমায় ছেড়ে কোন কালে

ওগো খ্রীষ্ট বিশ্বত্রাতা।

২। প্রেমের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি তা ফিরিয়ে দিলে
নষ্ট করল যা সেই আদম :
তুমি ত্রাণের নব আদম।

৩। স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা,
তব প্রেম মানবের মুক্তি ;
পাপের বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
তুমি দিলে প্রেমের চিহ্ন।

পাছে পড়ি শত্রুর জালে।

৫। মোদের পাপ মুছে দিতে
হৃদি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ :
ঝরে পড়ল রক্তধারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

৬। ওগো খ্রীষ্ট, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ফিলিপ ব্রুনি † ১৭৭১)

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার লঘুভার জোয়াল দিয়ে
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * দয়াবান, স্নেহশীল।
যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * এবার আলোর উদয় :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে * রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : ওই দেখ, * ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। গীতিকা—১ম সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ৪
২য় সন্ধ্যাঃ ফিলি

বাণী পাঠ **এফে ২:৪-৭**

ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রীষ্টযীশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আগামী কালে যুগযুগ ধরেই তিনি, খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন।

শ্লোক

প্র খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।
উ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।
প্র আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক,
উ তাঁর নিজের রক্তে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রীষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

খ। যীশুর কাছে এসে * তারা যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে,
তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না।
তবে একজন সৈন্য তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

গ। আপন দয়া স্মরণ ক'রে * পরমেশ্বর আপন বুকে,
আপন হৃদয়েই আমাদের তুলে নিলেন। আল্লেলুইয়া।

মিনতি নিবেদন

যাঁর হৃদয়ের শরণে আমাদের অন্তর আরাম পায়, আসুন, সেই যীশুর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

হে দয়াল যীশু, দয়া কর।

-হে প্রভু যীশু, তোমার হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হলে তা থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর জল; তাতে তোমার কনে এ মন্ডলী জন্ম নিল। এ মন্ডলীকে তুমি সবসময় শুচিশুভ্র ও পবিত্র করে রাখ।

-হে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির যীশু, মানুষ দ্বারা তুমি ধ্বংসিত হয়েছিল, কিন্তু পরম পিতা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করলেন। তোমার আশীর্বাদে মন্ডলী যেন তোমার গৌরবের সিন্দুক হতে পারে।

-হে সকল হৃদয়ের রাজা যীশু, তোমার অসীম প্রেমে তুমি এখনও সকলকে তোমার বুকে আকর্ষণ করে থাক। তোমার সমস্ত বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত হতে আমাদের সহায়তা কর।

-হে পুনর্মিলন ও শান্তির আধার যীশু, ক্রুশের উপর থেকে তুমি তোমার নির্যাতকদের ক্ষমা করেছিলে। সকল মানুষের অন্তরে শান্তি সঞ্চার কর, আমাদের দেখাও পিতার ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ।

-হে জীবন ও পুনরুত্থান যীশু, আমাদের বোঝা লঘুভার কর, আমাদের প্রাণকে আরাম দাও; সকল পাপীকে তোমার কাছে আকর্ষণ কর।

-হে যীশু, ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই তুমি নিজেকে বাধ্য করেছ। যাঁরা তোমার নাম ক'রে পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার গৌরবের সহভাগী করে তোল।

সাধারণকালের
রবিবাসরীয় ব্যবস্থা

নিম্নে প্রতিটি রবিবারের জন্য **সমাপন প্রার্থনা**, এবং প্রভাতী বন্দনা ও ১ম ও ২য় সন্ধ্যারতির জন্য উপযুক্ত **গীতিকার ধুয়ো** দেওয়া আছে।

১ম রবিবার

এ রবিবারে প্রভুর দীক্ষাস্নান পর্ব বা প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব উদ্‌যাপিত হয়; ১ম সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে নিম্নলিখিত সমাপন প্রার্থনা প্রযোজ্য।

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্নতার সঙ্গে তোমার প্রার্থনারত জনগণের মন ও সঙ্কল্প উদ্দীপিত কর, তারা যেন কি করা উচিত তা উপলব্ধি করতে পারে, ও যা উপলব্ধি করেছে তা বাস্তবায়িত করার শক্তি পেতে পারে।

২য় রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, তোমারই হাতে স্বর্গমর্তের প্রাণীর নিয়তি! প্রসন্ন মনে তোমার জনগণের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এ যুগের মানুষকে তোমার শান্তি মঞ্জুর কর।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ওই দেখ, * ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া।

খ। দীক্ষাগুরু যোহনের কথা শুনে
দু'জন শিষ্য যীশুকে অনুসরণ করলেন।

গ। ধন্য * গালিলেয়ার কানা নগরের সেই বিবাহোৎসব,
যেখানে মাতা মারীয়ার সঙ্গে যীশু ছিলেন উপস্থিত!

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। পবিত্র আত্মা * কপোতের মত
যীশুর উপর নেমে এলেন।

খ। রাব্বি, * আপনি কোথায় থাকেন?
যীশু উত্তরে বললেন: এসো, দেখে যাও।

গ। মাতা মারীয়া * অনুরোধ করলে
যীশু প্রাক্তন সন্ধির জল নবসন্ধির আঙুররসে পরিণত করলেন।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আলোর যিনি সাক্ষী, * সেই যোহন বললেন,
যীশুই ঈশ্বরের পুত্র।

খ। আন্দ্রিয় * সিমোনকে বললেন,
আমরা মসীহের পেয়েছি সন্ধান!
তখন তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে গেলেন।

গ। চিহ্নকর্মগুলির মধ্যে * প্রথম হয়ে
কানা নগরে সাধিত চিহ্নকর্ম প্রকাশ করল প্রভুর গৌরব।

৩য় রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছার পথে আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর, আমরা যেন তোমার প্রিয় পুত্রের নামে শুভকর্ম সাধনে ফলশালী হতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতেন,
আপন জনগণের রোগ-ব্যাধি নিরাময় করতেন।

খ। কালের পূর্ণতা * এবার এসে গেছে,
ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট—প্রভুর উক্তি।

গ। সাব্বাৎ দিনে * সমাজগৃহে ঢুকে
যীশু পাঠ করে শোনালেন নবীদের বাণী।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। প্রভু একথা বলছেন, * মনপরিবর্তন কর,
ঈশ্বরের রাজ্য যে সন্নিকট।

খ। মনপরিবর্তন কর,
সুসমাচারে বিশ্বাস কর—প্রভুর উক্তি।

গ। প্রভুর আত্মা * আমার উপর অধিষ্ঠিত—
তিনি আমাকে প্রেরণ করছেন দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তখনই * জাল ফেলে রেখে
শিষ্যেরা যীশুর অনুসরণ করলেন।

খ। আমার অনুসরণ কর, * একথা বলছেন প্রভু :
আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।

গ। আজ * তোমাদের চোখের সামনে
শাস্ত্রের উক্তি পূর্ণতা লাভ করল।

৪র্থ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে ভক্তি করতে পারি ও খ্রীষ্টের প্রেমে উদ্দীপিত হয়ে সকল মানুষকে ভালবাসতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সেই পর্বতচূড়ায় * যীশু জনতার কাছে কথা বলতেন,
শিষ্যেরা তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন।

খ। যীশু * অধিকার নিয়েই শিক্ষা দিতেন,
সকলে আশ্চর্য হয়ে তাঁর কথা শুনতেন।

গ। খ্রীষ্টের * বাণী শুনে
সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী!
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

খ। ঈশ্বরের পবিত্রজন * সেই নাজারেথের যীশু
আপন জনগণকে দেখতে এলেন, সাধন করলেন তাদের মুক্তিকর্ম।

গ। নিজ গ্রামের লোকদের সামনে * যীশু একথা বললেন,
কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শান্তির সাধক যারা, * তারাই সুখী!
তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

খ। যীশুর নাম * সমগ্র গালিলেয়ায় ছড়িয়ে পড়ল,
লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

গ। তারা * যীশুকে হত্যা করতে চাচ্ছিল,
কিন্তু যীশু তাদের মাঝখান দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

৫ম রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি তোমায় : যারা তোমার দিব্য অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, তোমার সেই আপনজনদের তুমি অনুক্ষণ রক্ষা কর, তারা যেন অবিরতই তোমার সহায়তা উপলব্ধি করতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের * হতে হয় যেন একটা প্রদীপের মত,
যার আলোয় বাড়ির সবাই আলোকিত হয়।

খ। সন্ধ্যায়, * সূর্যাস্তের পর,
তারা যীশুর কাছে অসুস্থ ও অপদূতগ্রস্ত লোককে নিয়ে যেত,
তিনি তাদের নিরাময় করতেন।

গ। ঈশ্বরের বাণী * শুনবার জন্য
লোকের ভিড় যীশুর কাছে যেত।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * জগতের আলো :
মানুষের সামনে তোমাদের সৎকর্ম উজ্জ্বল হোক—পিতার গৌরবার্থে।

খ। সকালে * অন্ধকার থাকতেই
যীশু নির্জন স্থানে গিয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করতেন।

গ। আমরা * সারা রাত কেটেও কিছুই পাইনি।
তবে, প্রভু, আপনি যখন বলছেন, তখন আমরা আবার জাল ফেলব।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা, * যারা আমার শিষ্য,
তোমরা পৃথিবীর নুন, তোমরা জগতের আলো।

খ। আমি * এইজন্য এসেছি,
আমি যেন সকলেরই কাছে পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করতে পারি।

গ। প্রভু, * আমাকে ছেড়ে চলে যান—আমি যে পাপী!
সিমোন পিতর, ভয় পেয়ো না, এখন থেকে তুমি হবে মানুষ-ধরা জেলে।

৬ষ্ঠ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি কথা দিয়েছ, ন্যায়শীল সৎমানুষের হৃদয়েই তুমি এসে বসবাস করবে। তোমার অনুগ্রহ দানে আমাদের পুণ্য পবিত্র করে তোল, আমাদের হৃদয় পরিণত কর তোমার যোগ্য বাসস্থানে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে * তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়,
তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।

খ। হাত বাড়িয়ে * যীশু চর্মরোগীকে স্পর্শ করলেই
সে শুচীকৃত হল।

গ। দীনহীন যারা, * তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই;
এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। নৈবেদ্য * যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করতে গিয়ে
ভাইয়ের সঙ্গে যদি তোমার সদ্ভাব না থাকে,
আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও,
পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

খ। প্রভু, * আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন;
যীশু বললেন, আমি ইচ্ছা করি, শুচীকৃত হও।

গ। এখন কাঁদছ যারা, * তোমরাই সুখী,
কারণ হাসবে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে ও শিখিয়ে দেয়,
তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে।

খ। সেই চর্মরোগী * সুস্থতা লাভ ক'রে
সকলের সামনে প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তি প্রচার করত।

গ। তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের অপমান করবে;
আনন্দ কর, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে।

৭ম রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: স্বর্গের বিষয়ে অনুক্ষণ মন দিয়ে আমরা যেন কথাকর্মে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, * তোমাদের অত্যাচারীদের মঙ্গল প্রার্থনা কর:
তবেই তোমরা হবে পিতার প্রকৃত সন্তান।

খ। লোকে * যীশুর কাছে
পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন মানুষকে নিয়ে গেল।
তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি বললেন,
বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।

গ। তোমরা * যারা আমার কথা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি:
তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যিনি * তোমাদের পিতা,
সেই ঈশ্বর সৎ-অসৎ সকলেরই জন্য ফুটিয়ে তোলেন সূর্যের আলো।

খ। পৃথিবীতে * পাপ ক্ষমা করার অধিকার
মানবপুত্রের আছে। আল্লেলুইয়া।

গ। অন্যের কাছ থেকে * যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর,
তার প্রতি তোমরাও সেইমত ব্যবহার কর—প্রভুর উক্তি।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ভালবাসা ক্ষেত্রে * তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে,
যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।

খ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি * যীশু দ্বারা সুস্থতা লাভ ক'রে
মাদুর তুলে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল,
আর সকলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল।

গ। ক্ষমা কর, * তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে;
দান কর, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—প্রভুর উক্তি।

৮ম রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: বিশ্বজগৎ যেন তোমার পরিচালনায় ন্যায় ও শান্তির পথে এগিয়ে চলে, তোমার ভক্তমণ্ডলীও যেন তোমার সেবা করেই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * আগে ঈশ্বরের রাজ্য ও তার ধর্মময়তার অন্বেষণ কর;
তাহলে অন্য সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। আল্লেলুইয়া।

খ। নতুন আঙুররস * পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে রেখো না;
নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই—প্রভুর উক্তি।

গ। শিষ্য * গুরুর চেয়ে বড় নয়:
কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। ঈশ্বর ও ধন, * উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়;
ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু।

খ। মণ্ডলীর * বর ও প্রভু সেই খ্রীষ্ট
আমাদের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকেন।

গ। ভাল গাছ * যেমন মন্দ ফল দিতে পারে না,
তেমনি মন্দ গাছ ভাল ফল দিতে পারে না।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পিতা ঈশ্বর,
যিনি আকাশের পাখিদের খাওয়ান ও মাঠের লিলিফুল সাজিয়ে রাখেন,
নিজের সন্তানদের জন্য তিনি কি আরও বেশি কিছু করবেন না?

খ। বর দূরে থাকার সময়ে, * সেই দুঃখের দিনে তোমাদের আশা অটল থাকুক:
ফিরে আসবেন প্রভু!

গ। ভাল মানুষ * নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে
ভাল জিনিস বের করে

৯ম রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, মানবজাতির মঙ্গল সাধনে তুমি চির তৎপর। আমরা মিনতি জানাই: ক্ষতিকর যত কিছু থেকে আমাদের দূরে রাখ, স্বর্গীয় মঙ্গলকর যত কিছু আমাদের মঞ্জুর কর।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * প্রভু, প্রভু বলে, সে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়;
আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে।

খ। সাব্বাৎ * মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে,
মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি।

গ। প্রবীণদের অনুরোধে * যীশু শতপতির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন
তার দাসকে ত্রাণ করার জন্য।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার বাণী শুনে তা পালন করে না,
বালুর উপরেই গাঁথা তার ঘর—প্রভুর উক্তি।

খ। উপকার করা * ও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা,
সাব্বাৎ দিনে তাই করা কি সমীচীন নয়?

গ। প্রভু, * আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই;
কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার কথা শুনে তা পালন করে, সে বুদ্ধিমান লোক:
শৈলের উপরেই গাঁথা তার ঘর—প্রভুর উক্তি।

খ। মানবপুত্র * সাব্বাতেরও প্রভু—
প্রভুর উক্তি।

গ। ইস্রায়েলের মধ্যে
এত গভীর বিশ্বাস আমি দেখতে পাইনি—প্রভুর উক্তি।

১০ম রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যা কিছু মঙ্গলকর, তুমিই তার উৎস! তোমার প্রেরণা দানে আমাদের উদ্দীপিত কর, আমরা যেন ভাল সব-কিছুর দিকে মন উন্নীত করি ও তোমার পরিচালনায় শুভকর্ম সাধনে উত্তীর্ণ হতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পথে যেতে যেতে * যীশু কর-আদায়কারী মথিকে ডাকলেন,
তিনি তখনই উঠে প্রভুর অনুসরণ করলেন।

খ। কোন পরিবার * যদি বিবাদে বিভক্ত হয়,
সে পরিবারের ধ্বংস হবেই—প্রভুর উক্তি।

গ। নাইম নগরদ্বারে * যীশু এক বিধবা মাতাকে সান্ত্বনা দেন:
মা, চোখের জল ফেল না!

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * অনেক কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে
ভোজে বসতেন।

খ। সব কিছুই * ক্ষমা করা হবে;
কিন্তু পবিত্র আত্মার যে নিন্দা করে, সে কখনও ক্ষমা পাবে না।

গ। যীশু * মৃত ছেলেটিকে বললেন,
তুমি এবার ওঠ!

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি তো বলিদান নয়, * দয়াই চাই:
আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি।

খ। ঈশ্বরের ইচ্ছা * পূর্ণ করলেই
তোমরা হবে আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।

গ। আমাদের মাঝে * এক মহানবী আবির্ভূত হলেন:
ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এলেন।

১১শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমাতেই তোমার শরণাগতদের শক্তি! তোমার সহায়তা ছাড়া দুর্বল মানুষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। প্রসন্ন হয়ে আমাদের মিনতিতে সাড়া দাও: প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার সমস্ত আজ্ঞা পালন করে চিন্তায় কাজে তোমার গ্রহণযোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। লোকের ভিড় দেখে * যীশু দয়ায় বিগলিত হলেন,
তারা যে ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল—যেন পালকবিহীন মেষপালেরই মত।

খ। নানা * উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে
যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন।

গ। পাপী একজন স্ত্রীলোক * যীশুর পা অশ্রুসিক্ত ক'রে
সুগন্ধি তেল দিয়ে তা লেপন করল।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমার * শস্যখেতে, প্রভু,
অনেক কর্মী পাঠাও।

খ। ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম:
ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে;
পরে সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক,
বীজ কিন্তু অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে।

গ। মা, * তুমি বেশি ভালবাসা দেখিয়েছ বলে
তোমার বহু পাপ ক্ষমা করা হল।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্যের কথা * প্রচার কর,
পীড়িতদের নিরাময় কর, অপদূত তাড়াও;
বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।

খ। সেই ছোট বীজ * বড় গাছ হলে
তার শাখায় আশ্রয় পেল আকাশের পাখি।

গ। যীশু * স্ত্রীলোকটিকে বললেন:
তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করল: শান্তিতে যাও।

১২শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমে যাদের তুমি একবার প্রতিষ্ঠিত কর, তুমি তো তাদের কখনও তোমার পরিচালনা থেকে বঞ্চিত কর না। তাই মিনতি জানাই: আমাদের অন্তরে প্রভুভয় ও ভক্তি অনুক্ষণ সঞ্চার কর, আমরা যেন সর্বদাই তোমার পবিত্র নাম কীর্তন করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * মানুষের সামনে আমার পক্ষে দাঁড়ায়,
আমিও তার পক্ষে দাঁড়াব আমার পিতার সামনে।

খ। ঝড় উঠেছিল, * যীশু কিন্তু ঘুমাচ্ছিলেন;
তখন শিষ্যেরা চিৎকার করে বললেন,
আমাদের ত্রাণ করুন, প্রভু, আমরা যে মরতে বসেছি।

গ। তোমরা * আমার বিষয়ে কী বল?
আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট!

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * অন্ধকারে তোমাদের যা বলি,
তা তোমরা আলোতে বল—প্রভুর উক্তি।

খ। জেগে উঠে * প্রভু বাতাসকে ধমক দিলেন ও সাগরের কাছে কথা বললেন,
আর তখনই মহানিস্তব্ধতা নেমে এল।

গ। মানবপুত্রকে * বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, প্রত্যাখ্যাত ও নিহত হতে হবে,
আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যারা * দেহ মেরে ফেলে
কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না,
তোমরা তাদের ভয় করো না।

খ। শিষ্যেরা * নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন:
ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?

গ। কেউ * যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

১৩শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহের দত্তকপুত্রত্ব দ্বারা তুমি আমাদের করে তুলেছ আলোর সন্তান। আশীর্বাদ কর: ভুলভ্রান্তির তমসা থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা যেন তোমার সত্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে জীবনযাপন করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের * যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর তাঁকেও গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

খ। অসুস্থ একজন স্ত্রীলোক * প্রভুর পোশাক স্পর্শ করলেই
তার রোগ সেরে গেল।

গ। দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে
যীশু যেরুসালেমের দিকে, যন্ত্রণাভোগের দিকেই রওনা হলেন।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে,
সে আমার যোগ্য নয়—প্রভুর উক্তি।

খ। মা, * তোমার বিশ্বাসই তোমার পরিত্রাণ সাধন করল।
এখন শান্তিতে যাও।

গ। শিয়ালের * গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে;
কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে,
আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

খ। বাড়িতে প্রবেশ করে * যীশু বললেন,
মেয়েটি মরেনি, সে ঘুমিয়ে আছে।
তার হাত ধরে তিনি তাকে আজ্ঞা করলেন,
আমি তোমাকে বলছি, ওঠ!

গ। যে কেউ * লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়,
সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

১৪শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার পুত্রের অবমাননার মধ্য দিয়ে তুমি পাপে অবনত জগৎকে পবিত্রতায় উন্নীত করেছ। অনুনয় করি তোমায়: তোমার ভক্তজন সকলকে পবিত্র আনন্দ মঞ্জুর কর, পাপের বন্ধন থেকে যাদের তুমি মুক্ত করেছ, তারা যেন শাশ্বত আনন্দের অংশীদার হতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমার জোয়াল * কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছ থেকে শিখে নাও,
কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।

খ। যীশু * গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেতেন,
এবং সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন।

গ। ফসল প্রচুর, * কিন্তু কর্মী অল্প:
ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। হে পিতা, * হে স্বর্গমর্তের প্রভু,
আমি তোমাকে ধন্য বলি:
প্রজ্ঞাবানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে
শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ।

খ। অনেকে * খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আশ্চর্য হয়ে যেত:
তিনি কোথা থেকে পেয়েছে এত জ্ঞান?

গ। তোমরা * যেই বাড়িতে প্রবেশ কর, বল: শান্তি!
শান্তি সেই বাড়ির উপর নেমেই আসবে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

খ। যীশু * তাঁর আপনজনদের মধ্যে এলেন,
তারা কিন্তু তাঁকে গ্রহণ করল না;
যারা তাঁকে গ্রহণ করে,
তাদের তিনি দান করেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।

গ। আনন্দ কর, * উল্লাস কর:
তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।

১৫শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পথভ্রান্ত হলে মানুষ যেন শুভ পথে ফিরে যেতে পারে, এজন্য তুমি তাদের সামনে তোমার সত্যের আলো জ্বালিয়ে রাখ। আশীর্বাদ কর: খ্রীষ্টভক্ত বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা যেন যা খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রতিকূল তা বর্জন করে এবং যা অনুকূল তাই পালন করে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * নৌকায় উঠে
নানা উপমা-কাহিনীর মাধ্যমে জনতাকে উপদেশ দিতেন।

খ। যীশু * সেই বারোজনকে ডেকে
পরিত্রাণের কথা প্রচার করার জন্য তাঁদের দু'জন দু'জন করে প্রেরণ করলেন।

গ। বিধানে * একথা লেখা আছে:
তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে,
আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। বীজটা হল ঈশ্বরের বাণী; * যিনি বীজ বোনেন, তিনি হলেন খ্রীষ্ট।
যে তাঁকে গ্রহণ করে, সে জীবিত থাকবে চিরকাল।

খ। শিষ্যেরা * প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে অপদূত তাড়াতেন
এবং রোগীদের তৈললেপন করে সুস্থ করে তুলতেন।

গ। সেই দয়ালু সামারীয় * আহত লোকটির কাছে এগিয়ে গেল
আর তার ক্ষত বেঁধে দিল।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * শিষ্যদের একথা বললেন:
স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে।

খ। বিনা রুটি, * বিনা ঝুলি, বিনা পয়সায়
শিষ্যেরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মনপরিবর্তনের কথা প্রচার করতেন।

গ। তোমার প্রতিবেশীর যত্ন নাও, * তার জন্য তুমি যা কিছু করবে,
ফিরে এসে আমি তোমাকে তার যোগ্য প্রতিদান দেব।

১৬শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে করুণাময় প্রভু, তোমার সন্তানদের উপর তোমার অনুগ্রহের দানগুলি বর্ষণ কর, তারা যেন জ্বলন্ত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা অন্তরে রেখে তোমার আজ্ঞা পালনে চিরতৎপর থাকতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * উপমা-কাহিনীর জন্য মুখ খুলব,
অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব।

খ। তোমরা * আমার সঙ্গে নির্জন স্থানে এসো,
একটু বিশ্রাম কর—প্রভুর উক্তি।

গ। যীশু * একটি গ্রামে ঢুকলেন,
মার্থা তাঁকে ঘরে গ্রহণ করে তাঁর সেবা করতেন।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * যেন খামিরের মত :
এক মুঠো ময়দার মধ্যে নিহিত হলেও
তার শক্তিতে সমস্তটাই গেঁজে ওঠে।

খ। প্রভুর পাশে * সমবেত হয়ে সেই বারোজন
যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, সবই তাঁকে জানালেন।

গ। যীশুর পায়ের কাছে ব'সে
মার্থার বোন মারীয়া তাঁর বাণী শুনতেন।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। অন্তিম কালে * মানবপুত্র শ্যামাঘাস থেকে গম বাছাই করবেন ;
তখন ধার্মিকেরা পিতার রাজ্যে সূর্যেরই মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

খ। যত শহর থেকেই * লোকে তাঁর কাছে ছুটে যেত ;
যীশুর কেমন যেন দুঃখ হল,
তারা যে পালকবিহীন মেষপালের মত।

গ। উত্তম অংশটা * মারীয়াই বেছে নিয়েছে ;
তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।

১৭শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে শরণাগত ভক্তদের রক্ষাকর্তা, তুমি ছাড়া এজীবনে অক্ষয় পবিত্র বলতে কোন কিছুই নেই। আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহধারা বর্ষণ কর, তুমি নিজেই হও আমাদের নিয়ন্তা ও পথ-দিশারী : এ অস্থায়ী শুভদানগুলি সদ্ব্যবহার করে আমরা যেন চিরস্থায়ী স্বর্গীয় মঙ্গলদান লাভ করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে শাস্ত্রী * স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হন,
তিনি যেন তেমন গৃহস্বামীর মত,
যে নিজের ভান্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন
দু' রকমেরই জিনিস বের করে।

খ। লোকের ভিড় দে'খে * যীশু ফিলিপকে বললেন,
এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য কোত্থেকে রুটি কিনে আনব?

গ। যীশু প্রার্থনা করছিলেন, * প্রার্থনা শেষে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন :
গুরু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * যেন সমুদ্রে ফেলা একটা জালের মত :
জালটা ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তুলে
মন্দ মাছগুলি থেকে ভাল মাছগুলি বেছে বেছে পাশে রাখে।

খ। একটি ছেলে * পাঁচখানা যবের রুটি আর দু'টো মাছ দিল ;
যীশু তা হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন,
তারপর তা সকলকে বিতরণ করলেন :
তারা যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন।

গ। তোমরা * মন্দ হয়েও
যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান,
তবে স্বর্গস্থ পিতার কাছে যারা যাচ্‌না করে,
তিনি যে পবিত্র আত্মাকে তাদের দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত!

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * একটা দামী মুক্তো:
যে তার খোঁজ পায়, তা কিনবার জন্য সে সমস্তই বিক্রি করে দেয়।

খ। যীশুর সাধিত * এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলে উঠল,
ইনি সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।

গ। যাচ্‌না কর, * তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে;
দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

১৮শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমরা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করি, তুমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি বিধাতা। তাই মিনতি জানাই: তোমার সৃষ্টিকাজের নবায়ন-কর্ম সাধন ক'রে তা অনুক্ষণ রক্ষা কর।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা এসো, * বিনামূল্যে সেই রুটি কিনে নাও,
যে রুটি খেয়ে তোমাদের আর কখনও ক্ষুধা পাবে না।

খ। ঈশ্বর * আপন জনগণের জন্য স্বর্গ থেকে মান্না বর্ষণ করলেন,
তাদের স্বর্গীয় রুটি দিলেন। আল্লেলুইয়া।

গ। লোভের হাত থেকে * তোমরা নিজেদের বাঁচাও;
প্রচুর ধনসম্পত্তি যে তোমাদের বাঁচাবে, তেমন নয়।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * অলৌকিকভাবে সকলকে রুটি খেতে দিলেন।
সবাই খেল, তৃপ্তির সঙ্গেই খেল।

খ। আমিই * জীবনের রুটি:
যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না;
যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।

গ। তোমরা * খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ:
ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে জনতা * তাঁকে অনুসরণ ক'রে তাঁর কথা শুনত,
যীশু তাদের জন্য দয়ায় বিগলিত হয়ে অপর্যাপ্ত মাত্রায় তাদের রুটি দান করলেন।

খ। নশ্বর খাদ্যের জন্য নয়, * বরং যে খাদ্য অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়,
তোমরা তারই জন্য কাজ কর।

গ। যে ধনবান হতে চায়,
সে প্রকৃত সম্পদের অন্বেষণ করুক।

১৯শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছায় আমরা তোমাকে পিতা বলে ডাকবার সাহস করতে

পারি। মিনতি জানাই: আমরা যে তোমার দত্তকপুত্র, আমাদের এ মনোভাব বৃদ্ধি কর, আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত উত্তরাধিকারে প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সন্ধ্যা এলে * যীশু পাহাড়ের উপরে গেলেন;
সেখানে একাকী হয়ে থেকে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

খ। সেই খাদ্যের শক্তিতে * অনুপ্রাণিত হয়ে
এলিয় চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে হেঁটে ঈশ্বরের পর্বতে পৌঁছে গেলেন।

গ। জেগে থাক * সেই কর্মচারীর মত,
যে রাতে আপন প্রভুর অপেক্ষায় থাকে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যীশু * সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে শিষ্যদের কাছে গিয়ে বললেন,
সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।

খ। যে রুটি * আমি দান করব,
তা জগতের জীবনের জন্য আমার নিজেরই মাংস।

গ। যেখানে * তোমাদের ধন,
সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পিতরকে * জলের হাত থেকে ত্রাণ করার জন্য যীশু হাত বাড়ালেন।
অল্প বিশ্বাসের মানুষ! কেনই বা সন্দেহ করলে?

খ। আমি * সত্যি তোমাদের বলছি:
যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। আল্লেলুইয়া।

গ। সুখী সেই দাসেরা, * প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন।
স্বয়ং প্রভু নিজের ভোজে তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করবেন।

২০শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের জন্য তুমি স্বর্গীয় পুরস্কার প্রস্তুত করেছ। আমাদের হৃদয়ে এমন ভালবাসার প্রেরণা সঞ্চার কর, আমরা যেন সবকিছুতে ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমাকেই ভালবেসে তোমার সেই প্রতিশ্রুত মঙ্গলদানগুলি লাভ করতে পারি যা আমাদের সমস্ত বাসনার অতীত।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তারা * আমার মন্দিরকে সর্বজাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলবে।
তারা আসবে, আর আমি তাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ করব।

খ। এসো, * আমার রুটি খাও,
পান কর এ আঙুররস যা আমি নিজে প্রস্তুত করলাম;
প্রজ্ঞারই পথ অনুসরণ কর।

গ। তোমরা * পৃথিবী ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার,
অথচ যুগলক্ষণ চিনতে পার না!

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা সকলে * পাপের অধীনে ছিলাম,
যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারত।

খ। যে আমার মাংস খায় * ও আমার রক্ত পান করে,
সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।

গ। যীশু * দুঃখকষ্টের দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হতে চাইলেন,
চাইলেন যন্ত্রণাভোগের পানপাত্রে পান করতে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। নারী, * তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর।
তোমার যা ইচ্ছা, তাই হোক।

খ। আমি সেই জীবনদায়ী রুটি, * যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।
যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

গ। আমি * পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি,
আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত!

২১শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তো তোমার ভক্তদের একমন একপ্রাণ করে তোল। আশীর্বাদ কর, ভক্তির সঙ্গে তোমার আদেশ গ্রহণ ক'রে ও তোমার অঙ্গীকৃত শুভদান বাসনা ক'রে আমরা যেন এই জীবনের অস্থায়ী বিষয়বস্তুর মধ্যে সেইদিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি যেখানে প্রকৃত আনন্দ বিরাজিত।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * আমার সেবককে দেব আমার বাড়ির চাবি;
সে দরজা খুলে দিলে কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না,
সে দরজা বন্ধ করলে কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।

খ। মানবপুত্র * সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন,
যেখান থেকে জগতের জীবনের জন্য রুটি ব'লে তিনি নেমে এসেছিলেন।

গ। আমি * সকল গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করব:
তারা এসে আমার গৌরবের দর্শন পাবে—প্রভুর উক্তি।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আপনি স্বয়ং খ্রীষ্ট, * জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।
হে সিমোন, তুমি সুখী: আমার পিতাই তোমার কাছে এই কথা প্রকাশ করলেন।

খ। আত্মাই জীবনদায়ী; * দেহ কোন কাজের নয়।
আমার বাণী তো আত্মা ও জীবন।

গ। তোমরা * সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর;
সেই দরজা দিয়েই মানুষ জীবনে প্রবেশ করে—প্রভুর উক্তি।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সিমোন পিতর, * স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব;
পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে;
পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে,
স্বর্গে তা মুক্ত হবে।

খ। আমরা * আর কার্ কাছেই বা যাব, প্রভু?
অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে:
আপনি ঈশ্বরের পুত্র। আল্লেলুইয়া।

গ। পুব ও পশ্চিম থেকে * বহু মানুষ এসে
তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহামের সঙ্গে ঐশরাজ্যের ভোজসভায় বসবে।

২২শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, উত্তম যা কিছু আছে, তুমিই তার উৎস! আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল ভক্তি সঞ্চার কর, বিশ্বাস গভীরতর কর, সদ্‌গুণ বিকশিত কর, ও তোমার নিত্য সহায়তায় আমাদের যত প্রচেষ্টা আশিসমন্ডিত কর।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মানবপুত্র * পিতার গৌরবে এসে
প্রত্যেককে কাজ অনুযায়ী দেবেন প্রতিফল।

খ। প্রভুর আজ্ঞাগুলি * মেনে চল :
সর্বজাতির কাছে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞার পরিচয়।

গ। তুমি * বড় হলে নিজেকে নমিত কর,
তবেই তুমি হবে প্রভুর অনুগ্রহের পাত্র—
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত!

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। এসো, * আমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি
এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে।
এমনই হোক আমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।

খ। সাদরে * গ্রহণ কর তোমাদের অন্তরে রোপিত সেই বাণী,
যা তোমাদের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম।

গ। তুমি * তোমার ভোজে গরিব লোকদেরই নিমন্ত্রণ জানাও,
প্রতিদান দেবার মত তাদের যে সামর্থ্য নেই ;
তবে ধার্মিকদের পুনরুত্থানের দিনে তুমি তার প্রতিদান পাবে।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মানুষ যদি * সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়,
তাতে তার কী লাভ হবে?

খ। প্রভু * যে বাণী আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন,
তোমরা তা শুনে মেনে চল।

গ। বিয়ের উৎসবে * তুমি শেষ জায়গায় বস।
বর নিজেই তোমাকে নিজের কাছে ডাকবে,
আর উপস্থিত সকলে তোমাকে সম্মান করবে।

২৩শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টকে ও পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করেছ। তোমার এ সন্তানদের যাচ্‌না গ্রহণ ক'রে সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে মঞ্জুর কর প্রকৃত স্বাধীনতা, শাশ্বত পুরস্কার।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে * পাপ করেছে, তাকে সতর্ক কর ;
সে তোমার কথা শুনলে তুমি বাঁচাবে সেই ভাইয়ের প্রাণ।

খ। বধিরের কান খুলে যাবে,
বোবার জিহ্বা আনন্দ-চিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে :
ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ করতে আসছেন। আল্লেলুইয়া।

গ। প্রভু, * কেইবা জানতে পারে তোমার মন,
তুমি যদি না দান কর প্রজ্ঞা, যদি না ঊর্ধ্ব থেকে তোমার আত্মাকে পাঠাও?

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া * তোমরা আর কোন ঋণ রেখো না ;
যে ভালবাসে, সে বিধান পূর্ণ করেছে।

খ। প্রভু, * খুলে দাও আমাদের অন্তর,
আর আমরা তোমার বাণী বুঝব ;
খুলে দাও আমাদের ওষ্ঠাধর,
আর আমাদের মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

গ। কেউ * যদি তার সর্বস্ব পরিত্যাগ না করে,
সে আমার শিষ্য হতে পারে না—প্রভুর উক্তি।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। দু' তিনজন লোক * আমার নাম নিয়ে যেখানে মিলিত হয়,
আমি সেইখানে তাদের মাঝখানেই আছি—প্রভুর উক্তি।

খ। খ্রীষ্ট * সবকিছু উত্তমরূপেই সাধন করলেন :
বোবা মানুষ কথা বলে, বধির মানুষ শোনে। আল্লেলুইয়া।

গ। নিজের ক্রুশ * যে বহন করে না ও আমার পিছনে আসে না,
সে আমার শিষ্য হতে পারবে না—প্রভুর উক্তি।

২৪শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা, আমাদের দিকে মুখ তুলে চাও, তোমার প্রসন্নতা স্পর্শে ধন্য হয়ে আমরা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবা করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পরাৎপরের সঙ্গে * তোমার সন্ধির কথা মনে রেখ ;
অপমানের কথা ধরে রেখো না।

খ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ,
এ তো আমাদের গৌরব!

গ। আনন্দ কর, * ফুর্তি কর :
যে ভাই মৃতই ছিল, সে এখন বেঁচে উঠেছে ;
যে হারানোই ছিল, তাকে এখন পাওয়া গেছে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। নিজেদের ভাইকে * অন্তর থেকেই ক্ষমা করলে
তোমরা হবে স্বর্গস্থ পিতার ক্ষমার পাত্র।

খ। কেউ যদি * আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক

গ। একথা * বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে,
খ্রীষ্টযীশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে। আল্লেলুইয়া।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তুমি * শুধু সাতবার নয়,
বরং সত্তরগুণ সাতবারই ভাইকে ক্ষমা কর—প্রভুর উক্তি।

খ। আমার জন্য * ও সুসমাচারের জন্য যে নিজের প্রাণ হারায়,
সে অনন্ত জীবনের জন্য তা বাঁচিয়ে রাখবে—প্রভুর উক্তি।

গ। যখন * একজন পাপী ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়,
তখন স্বর্গদূতেরা পরম আনন্দিত।

২৫শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমরা তোমাকে ভালবাসব, আমাদের প্রতিবেশীকেও ভালবাসব, এ আজ্ঞায়ই তুমি বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর, তোমার আদেশ পালন করে আমরা যেন সনাতন জীবনলোকে প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পৃথিবী থেকে * আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ তত উঁচু—প্রভুর উক্তি।

খ। যে কেউ * এই শিশুদের একজনকে
আমার নামে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর তাঁকেও গ্রহণ করে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

গ। এই অসৎ সংসারের অর্থসম্পদ লাগিয়ে
তোমরা এমন একজনকেই তোমাদের বন্ধু করে নাও,
যে অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করবে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আঙুরখেতের প্রভু
সকালে বেরিয়ে পড়েন মজুর লাগাবার জন্য।

খ। জগতের পরিত্রাণের জন্য * এ প্রয়োজন ছিল যে,
মানবপুত্র যন্ত্রণাভোগ করবেন এবং পুনরুত্থান করবেন।

গ। নশ্বর ব্যাপারে * বিশ্বস্ত থাক,
যেন ঈশ্বর অক্ষয় ধনসম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দেন।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরাও এসো, * একথা বলছেন আঙুরখেতের প্রভু,
আমি আমার ন্যায্যতা অনুসারে তোমাদের মজুরি দেব।

খ। তোমাদের মধ্যে যে প্রধান, * সে ভাইদের সেবা করুক।
যে নিজেকে ছোট করে, সেই সম্মান পাবে। আল্লেলুইয়া।

গ। ঈশ্বর ও ধন,
উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

২৬শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তো ক্ষমা ও করুণা দানেই নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ কর; তাই আমাদের উপর

তোমার অনুগ্রহ অবিরতই বর্ষণ কর, আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত পরম দানের দিকে অগ্রসর হতে হতে শাশ্বত আনন্দের অংশীদার হতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পাপী মানুষ * অধর্ম পথ ছেড়ে যদি সদ্ব্যবহার করে,
তাহলে সে জীবন পাবে—প্রভুর উক্তি।

খ। আহা! * ঈশ্বরের জাতির সকল মানুষ যদি নবী হত!
প্রভু যদি সকলকে আপন আত্মাকে দান করতেন!

গ। তারা * যদি মোশী ও নবীদের কথা না শোনে,
মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও তারা বিশ্বাস করবে না।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে * আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে,
সে-ই তো ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। আল্লেলুইয়া।

খ। যারা * আমাদের বিপক্ষে নয়,
তারা আমাদের সপক্ষেই—প্রভুর উক্তি।

গ। আত্মায় দীনহীন যারা, * তারাই সুখী,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য * তোমরা 'প্রভু, প্রভু' বলো না;
বরং আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন কর। আল্লেলুইয়া।

খ। যে কেউ * তোমাদের খ্রীষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়,
সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না—প্রভুর উক্তি।

গ। পুত্র, * জীবনে তুমি ভাল ভাল জিনিস ভোগ করছিলে,
লাজার কিন্তু করছিল দুঃখভোগ।
এখন সে আনন্দই পাচ্ছে,
তুমি কিন্তু যন্ত্রণায় ভুগছ।

২৭শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, আমাদের প্রার্থনায় তোমার সাড়া আমাদের প্রত্যাশার অতীত, আমাদের যোগ্যতারও অতীত। আমাদের উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর: আমাদের বিবেক যা ভয় করে, সেই দণ্ড দূর করে দাও; আমাদের যা মিনতি করার সাহসও নেই, তোমার সেই মঙ্গলাশিস মঞ্জুর কর।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। প্রভুর আঙুরখেতই * তাঁর আপন জনগণ। আল্লেলুইয়া।

খ। মানুষ * নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে,
আর তারা দু'জনে একদেহ হয়ে উঠবে:
খ্রীষ্ট আর মণ্ডলীর বেলায় এ মর্মসত্য মহান।

গ। দুর্জন * বিলুপ্ত হবে;
বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। গৃহনির্মাতারা * যে প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল,
তা হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের নবমন্দিরের সংযোগপ্রস্তর।

খ। যে কেউ * শিশুরই মত ঐশরাজ্য গ্রহণ না করে,
সে পিতার গৃহে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।

গ। আমাদের অন্তরে * নিবাসী পবিত্র আত্মার সহায়তায়
তুমি বিশ্বাস-ভাণ্ডার রক্ষা কর।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সেই ধূর্তেরা * বিলুপ্ত হবে,
এবং প্রভুর আঙুরখেত এমন অন্যজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।

খ। শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও :
ঐশরাজ্য তাদেরই।

গ। আমাদের * যা কর্তব্য ছিল তাই করলাম :
প্রভু, আমরা তোমার দাসমাত্র।

২৮শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার অনুগ্রহ আমাদের যত কর্মের সূচনায় শুভ প্রেরণা দান করুক, তোমারই অনুগ্রহ সেই কর্মের সমাপ্তি আশিসমন্ডিত করুক, আমরা যেন শুভকর্ম সাধনে নিত্য সফল হতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সকল জাতির মানুষের জন্য
ঈশ্বর ভোজসভার আয়োজন করলেন। আল্লেলুইয়া।

খ। ধনীর পক্ষে
ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!

গ। একজন বিজাতীয় মানুষমাত্র কি* ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ফিরে এল?
ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে * যত লোকের দেখা পাও,
সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন।

খ। আমি * প্রার্থনা করলাম আর আমাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হল।
শ্রেয় যা কিছু, সবই তো প্রজ্ঞার সঙ্গেই আমার জীবনে এসেছে।

গ। আমরা * যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে,
যদি অবিশ্বস্ত হই, তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সান্ধ্যভোজের সময়ে * প্রভু সকল নিমন্ত্রিতকে ডাকেন,
এসো, তোমাদের জন্য সবকিছুই প্রস্তুত। আল্লেলুইয়া।

খ। তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

গ। যীশু * যে চর্মরোগীদের নিরাময় করেছিলেন,
তাদের একজন যীশুর কাছে ফিরে এসে বলল, ধন্য ঈশ্বর।

২৯শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, আমাদের মধ্যে এমন উদার আত্মা সৃষ্টি কর, আমরা যেন সর্বদাই তোমার ইচ্ছা পালন করতে পারি ও অকপট অন্তরে তোমার সেবা করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পুব * ও পশ্চিম থেকে সবাই জানুক যে,
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই;
আমি তো প্রভু, অন্য কেউ নয়!

খ। আমার পাত্রে * তোমরা পান করবে বটে;
আমার দীক্ষাস্নানে তোমরাও দীক্ষিত হবে—প্রভুর উক্তি।

গ। সূর্যাস্ত পর্যন্তই
মোশীর দু'হাত প্রার্থনায় উত্তোলিত থাকল।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। হে সদ্‌গুরু যীশু,
তুমি সত্যের শরণে আমাদের দেখাও ঈশ্বরের পথ। আল্লেলুইয়া।

খ। তোমাদের মধ্যে * যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে;
আর যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস।

গ। যারা * দিনরাত ঈশ্বরকে ডাকে,
তিনি তাদের সুবিচার করবেন।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সীজারের যা, * তা সীজারকে দাও;
আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।

খ। মানবপুত্র * এজন্যই এই জগতে এলেন:
তিনি যেন সকলকে সেবা করে জীবন দান করতে পারেন।

গ। মানবপুত্র * যখন আসবেন,
তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?

৩০শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, গভীরতর করে তোল আমাদের বিশ্বাস আশা ও ভালবাসা, আমরা যেন ভক্তিভরে তোমার আজ্ঞাগুলি আঁকড়ে ধরে তোমার অঙ্গীকৃত পুরস্কার পাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ভালবাসা * কারও অপকার করে না;
ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

খ। প্রভু * আপন জাতিকে পরিত্রাণ করেন,
তিনি অন্ধ ও খোঁড়া মানুষকে সরল পথ দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। আল্লেলুইয়া।

গ। যে * ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, সে হবে প্রসন্নতার পাত্র;
বিনম্র মানুষের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তুমি * তোমার প্রতিবেশীকে
নিজেরই মত ভালবাসবে।

খ। দাউদসন্তান, * আমাকে দয়া কর!
প্রভু, আমি যেন চোখে দেখতে পাই।

গ। দূরে দাঁড়িয়ে * সেই কর-আদায়কারী চোখ নত করে বুক চাপড়াচ্ছিল—
ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এ:
তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

খ। যীশু * সেই অন্ধ মানুষকে বললেন,
এবার যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।
আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

গ। সেই কর-আদায়কারী * ক্ষমা লাভ করল:
যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে;
কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

৩১শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান করুণাময় পরমেশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে ভক্তজন তোমাকে যোগ্য সেবা অর্পণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত পুরস্কারের দিকে নির্বিঘ্নেই ধাবিত হতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে;
আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

খ। আমাদের * ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু:
তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে।
তাঁর আদেশমালা তোমার অন্তরে স্থিতমূল হোক।

গ। প্রভু, * তুমি তো ভালইবাস তোমার সৃষ্ট জীব,
যা সৃষ্টি করেছ, তা তুমি ঘৃণার চোখে দেখ না,
তা যেন তোমার কাছে, হে আমাদের পরমেশ্বর, ফিরে যেতে পারে।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের পিতা একজনমাত্র,
আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন।

খ। প্রতিবেশীকে * নিজের মত ভালবাসা,
এ সমস্ত বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

গ। জাখেয় * সানন্দে যীশুকে আপন বাড়িতে বরণ করেন:
আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে। আল্লেলুইয়া।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের গুরু একজনমাত্র:
তিনি স্বর্গনিবাসী সেই খ্রীষ্ট প্রভু।

খ। তোমার ঈশ্বর প্রভুকে * তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাস ;
তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাস :
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা নেই।

গ। যা * হারানো ছিল,
তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

৩২শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান করুণাময় পরমেশ্বর, প্রসন্ন হয়ে যত অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা কর, দেহমনের নবীন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন সানন্দেই তোমার ইচ্ছা পালন করতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। বরের অপেক্ষায় * তোমরা জেগে থাক :
কোন্ দিন, কোন্ সময় তিনি আসবেন, তোমরা তা জান না।

খ। সেই স্ত্রীলোক * প্রভুর জন্য তার সর্বস্ব দান করে দিয়ে
শাশ্বত ঐশ্বর্য লাভ করল।

গ। ঈশ্বরে * ভরসা রেখে
আমাদের আশার পূর্ণতা সেই পুনরুত্থানের প্রতীক্ষা করতে করতে
সংসারের হাতে মৃত্যুবরণ করা ভাল।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা * খ্রীষ্টের অভিমুখে এগিয়ে যাব
আর তাঁর সঙ্গে থাকব চিরকাল।

খ। আমরা দুঃখপীড়িত, * কিন্তু নিত্য আনন্দিত ;
ধনহীন হয়েও আমরা অনেককে ধনবান করি ;
নিঃস্ব হয়েও আমাদের সবকিছু আছে :
স্বর্গমর্তের সেই প্রভু !

গ। যে * পরলোকের যোগ্য বলে গণ্য হয়,
সে-ই তো পুনরুত্থানের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মাঝরাতে * রব উঠল, দেখ, বর !
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়।

খ। গরিব * ও বিধবা হয়েও সে সকলের চেয়ে বেশি দিল ;
নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, সে তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।

গ। আমাদের ঈশ্বর * মৃতদের নয়, জীবিতদেরই ঈশ্বর।
তাঁরই জন্য সকলে জীবিত। আল্লেলুইয়া।

৩৩শ রবিবার

সমাপন প্রার্থনা

হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যা কিছু মঙ্গলকর, তুমিই তার উৎস : তোমাকে সেবা করে আমাদের অন্তরে নিত্য ও পরিপূর্ণ আনন্দ জাগরিত হয়। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমাকে ভক্তি করেই সেই আনন্দের স্বাদ পেতে পারি।

১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যার আছে,
তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে ;
যার কিছু নেই,
তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে—প্রভুর উক্তি।

খ। আকাশ * ও পৃথিবী লোপ পাবে,
কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।

গ। তোমরা, * যারা আমার নাম শ্রদ্ধা কর,
তোমাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হবেন—প্রভুর উক্তি।

প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা * দিবালোকের সন্তান।
এসো, প্রভুর প্রতীক্ষায় জেগে থাকি।

খ। পবিত্রজনেরা * স্বর্গের জ্যোতিতে
জ্যোতির্ময় থাকবেন চিরকাল।

গ। আমার নামের জন্য
তারা তোমাদের নির্যাতন করবে।
এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে ;
আর আমি তোমাদের দেব অপরাজেয় জিহ্বা, অপরাজেয় জ্ঞান।

২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস ; * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব ;
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।

খ। তারা * দেখতে পাবে :
মানবপুত্র মহাগৌরবে, মহাপ্রতাপে আসছেন।

গ। নিষ্ঠাবান হও ! * একথা বলছেন প্রভু ;
তাহলে তোমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করবে।

৩৪শ রবিবার

এ রবিবারে বিশ্বরাজ যীশুখ্রীষ্ট মহাপর্ব উদ্‌যাপিত হয় ; ৩৪শ সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে নিম্নলিখিত সমাপন প্রার্থনা প্রযোজ্য।

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, উদ্দীপিত করে তোল তোমার ভক্তদের মন, একাগ্রতার সঙ্গে তোমার ত্রাণকর্মে যোগদান ক'রে তারা যেন তোমার অমেয় করুণার পাত্র হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বরাজ যীশুখ্রীষ্ট

মহাপর্ব

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, বিশ্বজগতের রাজা তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সবকিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সমগ্র সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে।

১ম সন্ধ্যারতি

নিম্নলিখিত অংশগুলি ব্যতীত পর্বটির ২য় সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৪১১।

বাণী পাঠ **এফে ১:২০-২৩**

ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মন্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মন্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পরিপূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

শ্লোক

প্র তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
উ তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
প্র তুমিই সবকিছুর শাসনকর্তা।
উ তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: পরমেশ্বর * খ্রীষ্টকে দেবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
তিনি যাকোবকুলে রাজত্ব করবেন চিরকাল,
তাঁর রাজত্ব হবে অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো: খ্রীষ্টযীশুই রাজাধিরাজ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

জাগরণী

স্তোত্র

১। যীশু, তুমি উত্তম রাজা,
মহিমামন্ডিত;
আহা, তুমি কত মধুর,
সবার আকাঙ্ক্ষিত।

২। যীশু, তুমি সত্যের উৎস,
মনের উজ্জ্বল জ্যোতি;
তুমি অন্তরের মাধুর্য:
করব তব স্তুতি।

৩। তুমি যখন মোদের হৃদে
গ্রহণ কর আসন,
তখন অন্তর জ্বলে প্রেমে
তুমিই প্রাণের ভূষণ।

৪। ওগো দয়াল প্রিয় যীশু,
মোদের জীবনস্বামী;
দেখি যেন তব গৌরব,
মোদের অন্তর্যামী।

৫। পিতা ও পবিত্রাত্মার জ্যোতি
প্রকাশ কর, যীশু;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা:
ধন্য ধন্য যীশু। (১২শ শতাব্দী)

১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: আমি * সিয়োন পর্বতের উপরে ঈশ্বর দ্বারা রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আমি যেন তাঁর বিধি প্রচার করি। সাম ২

২য় ধুয়ো: হে প্রভু, * তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট,
সবকিছু রেখেছ তাঁর পদতলে। সাম ৮

৩য় ধুয়ো: হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির,
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

℟ স্বর্গে ও মর্তে
℣ সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে।

২য় পর্ব

১ম ধুয়ো: তোমার রাজদণ্ড * ন্যায়েরই দণ্ড,
জাতিসকল তোমার স্তুতিগান করে যাবে চিরদিন চিরকাল। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো: আমাদের রাজার উদ্দেশে * স্তবগান কর,
সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি মহান রাজা। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো: তাঁর মধ্যে * সকল দেশ হবে আশিসধন্য;
তারা তাঁকে সুখী বলবে। সাম ৭২

℟ সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন,
℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে।

৩য় পর্ব

ধুয়ো: তোমারই তো, প্রভু, প্রতাপ, * তোমারই রাজ-অধিকার;
সর্বজাতির ঊর্ধ্বে বর্ষণ কর শান্তি আমাদের দিনে।

ধন্য পরমেশ্বর! **গীতিকা ১ বংশ ২৯:১০-১৩**

ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা,
কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।

তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার,
সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত;
ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে,
সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা।

তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম,
তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা।
এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ।

বিমুক্ত জনগণের আনন্দ **গীতিকা ইসা ১২:১-৬**

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে;
সেদিন তোমরা বলবে,
'প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর: তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।'

নব যেরুসালেমের আবির্ভাব **গীতিকা ইসা ৬১:১০—৬২:৫**

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।

কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুসালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।

তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,

তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।
কেউ তোমায় আর ‘পরিত্যক্তা’ বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না;

বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,
কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।

হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;
বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

ধুয়ো: তোমারই তো, প্রভু, প্রতাপ, তোমারই রাজ-অধিকার;
সর্বজাতির ঊর্ধ্বে বর্ষণ কর শান্তি আমাদের দিনে।

℣ আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
℟ তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

স্তোত্র: তুমি ঈশ্বর, পৃঃ ১০৬২।
সুসমাচার ঘোষণা: ক। যোহন ১৮:৩৩খ-৩৭; **খ।** লুক ২৩:৩৫-৪৩; **গ।** মথি ২৫:৩১-৪৬।
স্তোত্র: প্রশংসার যোগ্য, পৃঃ ১০৬৩।

প্রভাতী বন্দনা

স্তোত্র

১। পরম পিতার প্রতিচ্ছবি
ঈশ্বরজাত ঈশ্বরজ্যোতি,
ওগো খ্রীষ্ট মুক্তিদাতা,
তবই সম্মান, রাজমর্যাদা।

২। সৃষ্টির পূর্বে তুমিই শুধু
নির্মাণকাজের আশা, লক্ষ্য;
পিতা তোমায় সেই রাজদণ্ড
দিলেন যা হবে না খণ্ডন।

৩। তুমি সুকুমারীর পুষ্প,
ভক্তবৃন্দের আদিপুরুষ,
নবসৃষ্টির সংযোগপ্রস্তর,
তোমায় পূজে সবার অন্তর।

৪। মোরা ছিলাম শত্রুর বন্দি,
ছিলাম পাপে শৃঙ্খলিত,
তোমার দ্বারা পাপ দীর্ণ,
শত্রুর বন্ধন এখন জীর্ণ।

৫। তুমি সেই সর্বোচ্চ রাজা
যাঁর সম্মুখে সব প্রণত,
মহাযাজক, জগত্রাতা,
মেষপালক, আরোগ্যদাতা।

৬। ওগো যীশু, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো: খ্রীষ্টই * বিশ্বের নবসূর্য;
তিনিই জ্যোতি, ন্যায় ও শান্তির রাজা।
২য় ধুয়ো: স্বয়ং ঈশ্বর * তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন:
সকল দেশের সকল মানুষ তাঁর সেবা করবে।
৩য় ধুয়ো: একদিন * যেরুসালেম থেকে বেরিয়ে পড়বে জীবন-জল।
তখন প্রভু হবেন সারা পৃথিবীর রাজা।

৪র্থ ধুয়ো : তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ;
তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

৫ম ধুয়ো : স্বয়ং প্রভুই * আমাদের বিচারকর্তা :
তিনিই আমাদের বিধান, আমাদের রাজা ;
তিনিই সাধন করবেন আমাদের পরিত্রাণ।

বাণী পাঠ **এফে ৪:১৫-১৬**

ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

শ্লোক

প্র তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
উ তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
প্র তারা প্রচার করবে তোমার পরাক্রম ;
উ বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।

জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। এসো, * আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।

খ। খ্রীষ্টই * মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, পৃথিবীর রাজাধিরাজ।
তিনি আমাদের করে তুলেছেন তাঁর ঈশ্বর ও পিতার জন্য রাজ্য।

গ। প্রভু, * তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ।

মিনতি নিবেদন

এই প্রাতঃকালীন উপাসনা-কর্মে সমবেত হয়ে, আসুন, আমরা বিশ্বরাজ খ্রীষ্টের মহিমাকীর্তন ক'রে তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

হে প্রভু, তোমার রাজ্যের আগমন হোক।

-হে খ্রীষ্ট যীশু, তুমি তো তোমার জনগণের শীর্ষপতি ও প্রভু। অনন্ত জীবনের পথে আমাদের চালিত কর।
-হে উত্তম মেষপালক, তুমি তোমার মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছ। আমাদের সঙ্গে থেকো, যেন আমাদের কখনও কোন কিছুর অভাব না হয়।
-হে মুক্তিদাতা, স্বয়ং পিতা তোমাকে স্বর্গমর্তের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন। সাহায্য কর, আমরাও যেন তোমার ন্যায় ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যোগ দিতে পারি।
-হে শাশ্বতকালীন রাজা, তুমি সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতেই এই জগতে এসেছিলে। সর্বজাতির সমস্ত মানুষ তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করুক।
-হে আমাদের গুরু ও আদর্শ, তুমি তোমার রাজ্যের অংশীদার হতে আমাদের আহ্বান করেছ। তোমার পুনরাগমনের দিন পর্যন্ত আমাদের পুণ্য ও অনিন্দ্য করে রাখ।

পূর্বাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন :
সকল দেশের সকল মানুষ তাঁর সেবা করবে।

বাণী পাঠ **কল ১:১২-১৩**

যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।

℣ খ্রীষ্ট প্রভু রাজারূপে চিরসমাসীন;
℟ তিনি তাঁর আপন জাতিকে ধন্য করেন শান্তিদানে।

মধ্যাহ্ন প্রহর

ধুয়ো: একদিন * যেরুসালেম থেকে বেরিয়ে পড়বে জীবন-জল।
তখন প্রভু হবেন সারা পৃথিবীর রাজা।

বাণী পাঠ **কল ১:১৬-১৮**

সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ। তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মন্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

℣ স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর;
℟ সারা পৃথিবী জুড়ে তিনিই মহান রাজা।

অপরাহ্ণ প্রহর

ধুয়ো: তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত;
তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

বাণী পাঠ **কল ১:১৯-২০**

এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: তাঁর আপন পরিপূর্ণতা খ্রীষ্টে বাস করবে, এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায় তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

℣ রাজা প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর,
℟ তিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন।

২য় সন্ধ্যারতি

স্তোত্র

১। ওগো যীশু বিশ্বরাজা,
ওগো খ্রীষ্ট জগত্রাতা,
তুমি স্বর্গমর্তের কান্তি,
তুমি মানবকুলের শান্তি।

২। ওগো মোদের উত্তম পালক,
দেখ, মোরা পথভ্রষ্ট,
মোরা চারদিকে বিক্ষিপ্ত,
তব প্রেমে হব তৃপ্ত।

৩। মোদের একত্রিত করতে
তুমি হলে ক্রুশে বিদ্ধ;
বর্শা করল বুক বিদীর্ণ,
মোরা দেখি প্রেমের চিহ্ন।

৪। রক্তজল যে প্রবাহিত
তাতে পরিত্রাণের প্রতীক:
প্রসাদরূপে তোমায় খাব,
দিব্য জীবন মোরা পাব।

৫। সর্বজাতি তোমায় পূজে,
সর্বদেশ তোমায় প্রশংসে;
তব স্তুতিগান ধ্বনিত,
তুমি সবারই বন্দিত।

৬। ওগো যীশু, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো: দাউদের সিংহাসনে * আসীন হয়ে
তিনি হবেন ন্যায় ও শান্তির রাজা চিরকাল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁর নাম * শান্তিরাজ ;
তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁর রাজ্য * চিরস্থায়ী ;
সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার রাজ্য চিরকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তাঁর নাম * রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু,
তাঁরই মহিমা ও পরাক্রম চিরদিন চিরকাল। গীতিকা—১ম সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ৪
২য় সন্ধ্যাঃ প্রত্যা ১৯

বাণী পাঠ **১ করি ১৫:২৫-২৮**

যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন ; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।

শ্লোক

℣ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।
℟ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।
℣ তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড,
℟ চিরদিন চিরকালস্থায়ী।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁর নাম : * প্রভুর প্রভু, রাজার রাজা ;
তাঁরই তো গৌরব ও পরাক্রম চিরকালের মত।

মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেয়ে আছে, আসুন, সেই বিশ্বরাজ খ্রীষ্টকে পূজা করে অনুনয় করি :

হে প্রভু, তোমার রাজ্যের আগমন হোক।

-হে রাজা ও মেষপালক খ্রীষ্ট, বিশ্বের চারপ্রান্ত থেকে তোমার পালকে সংগ্রহ কর, সত্য ও জীবনের চারণমাঠে তাকে চালিত কর।

-হে অগ্রনায়ক ও পরিত্রাতা খ্রীষ্ট, তোমার জনগণকে নবীকৃত ও পবিত্র করে তোল : দুর্বলকে বলবান কর, পথহারাকে একত্রিত কর, অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাসের আলো সঞ্চার কর।

-হে বিশ্ববিচারক খ্রীষ্ট, তুমি যখন পিতার হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে, তখন তোমার গৌরবময় আসনের পাশে আমাদেরও স্থান দিও, আমাদের দান কর শাশ্বত পুরস্কার।

-হে শান্তিরাজ খ্রীষ্ট, মানবের অন্তর থেকে যত ঘৃণা ও হিংসার মনোভাব উপড়ে ফেল। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন ন্যায় ও শান্তির যুগ দেখতে পাই।

-হে সর্বজাতির সম্পদ খ্রীষ্ট, কৃপা কর, যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মানবজাতি তোমার ভক্তমণ্ডলীতে একত্রিত হয় এবং তোমাকে একমাত্র প্রভু বলে গ্রহণ করে।

-হে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার রাজ্যের গৌরবে গ্রহণ কর।